"মিষ্টি বাচ্চারা -- ভোলানাথ, প্রিয়তম বাবা তোমাদের সম্মুখে বসে রয়েছেন, তোমরা প্রেম-পূর্বক স্মরণ করো তবেই একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে, বিঘন সমাপ্ত হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - বরাহমণ বাচ্চাদের কোন্ কথাটি স্মরণে থাকলে কখনও বির্কম হবে না ?

*উৎতরঃ - যে র্কম আমরা করবো আমাদের দেখে অন্যরাও করবে -- এ'কথা স্মরণে থাকলে বির্কম হবে না। যদি কেউ গোপনেও পাপর্কম করে তবে তা র্ধমরাজের কাছে গুপ্ত থাকতে পারে না, তৎক্ষণাৎ তার সাজাভোগ করতে হবে। ভবিষ্যতে আরো কঠিন র্মাশাল ল' (সামরিক আইন) প্রযুকত হবে। এই ইন্দ্রসভায় কোনও পতিত লুকিয়ে বসে থাকতে পারে না।

*গীতঃ- ভোলানাথের থেকেও নিরালা আর কেউ নেই....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আৎমা-রূপী বাচ্চারা জানে যে এখন আধযাৎমিক পিতা আমাদের এই সৃষ্টির আদি-মধয-অন্তের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। ওঁনার নামই হলো ভোলানাথ। বাবা অৎযন্ত ভোলা, কত কষ্ট সহন করেও বাচ্চাদের পড়ান। প্রতিপালন করেন। যখন আবার বড় হয় তখন সবকিছু তাদের দিয়ে স্বয়ং বাণপ্রস্থ অবস্থায় চলে যান। মনে করেন, আমি দায়িৎব পালন করেছি, এখন বাচ্চারা জানে। তাহলে বাবা তো অবশ্যই হলেন ভোলা, তাই না! সেটাও এখন বাবা-ই বোঝান কারণ তিনি স্বয়ং ভোলানাথ। তাই পাথিব জগতের বাবার উদ্দেশ্যেও বোঝান যে উনিও(বরহমা) কত ভোলা। উনি হলেন পাথিব জগতের ভোলানাথ। ইনি আবার হলেন অসীম জগতের ভোলানাথ বাবা। পরমধাম থেকে আসেন পুরোনো দুনিয়া, পুরোনো শরীরে সে'জন্য মানুষ মনে করে যে পুরোনো অপবিৎর শরীরে কিভাবে আসবে ? না বোঝার কারণে পবিৎর শরীরধারী কৃষ্ণের নাম রেখে দিয়েছে। এই গীতা, বেদ, শাস্ৎরাদি আবারও তৈরী হবে। দেখো, শিববাবা কত ভোলা। যখন আসেন তখনও এমন অনুভব করান -- যেন বাবা এখানেই বসে রয়েছেন। এই সাকার বাবাও তো ভোলা, তাই না! কোনো উৎতরীয় নয়, কোনো তিলকাদি নয়। বরং সাধারণ বাবা তো বাবা-ই। বাচ্চারা জানে যে -- সমগ্র এই নলেজ শিববাবাই দেন, আর কারোর সাহস নেই যে দিতে পারে। দিনে-দিনে বাচ্চাদের ধযান বৃদ্ধি পেতে থাকে। যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই ভালবাসা বাড়তে থাকবে। তিনি হলেন প্রিয়তম বাবা, তাই না! কেবল এখন নয়, ভকিতমার্গেও তোমরা প্রিয়তম মনে করতে। তোমরা বলতে -- বাবা, যখন তুমি আসবে তখন আর সকলের ভালবাসা ছেড়ে একমাৎর বাবাকেই ভালবাসবো। তোমরা এখন জানোও, কিন্তু মায়া এতটা ভালবাসতে দেয় না। মায়া চায় না যে এ আমাকে ছেড়ে বাবাকে স্মরণ করুক। সে চায় যে দেহ-অভিমানী হয়ে আমায় ভালবাসুক। মায়া এটাই চায় সেইজন্য কত বিঘন ঘটায়। তোমাদের বিঘনকে পার করতে হবে। বাচ্চাদের কিছু তো পরিশ্রম করা উচিত, তাই না! পুরুষার্থের মাধযমেই তোমরা নিজেদের প্রালৰধ পাও। বাচ্চারা জানে, উচ্চপদ পাওয়ার জন্য কত পুরুর্ষাথ করতে হবে। এক হলো বিকারকে দান করে দিতে হবে, দ্বিতীয় বাবার থেকে যে অবিনাশী জ্ঞান-রৎনের ধন-সম্পদ পাওয়া যায় তা দান করতে হবে। যে অবিনাশী ধনের দ্বারাই তোমরা এত ধনবান হয়ে যাও। জ্ঞান হলো উর্পাজনের উৎস। ওটা হলো শাস্ৎরের ফিলোসফি, এটা হলো স্পিরীচুয়যাল নলেজ। শাস্ৎরাদি পড়েও অনেক উর্পাজন করে। একটি কুঠুরিতে(ছোট ঘরে) গ্রন্থাদি রেখে দেয়, অল্প কিছু শোনায়, বযস্ উর্পাজন হয়ে যাবে। এ কোনও যর্থাথ জ্ঞান নয়। যর্থাথ জ্ঞান একমাৎর বাবা-ই দেন। যতকষণ র্পযন্ত এই আধযাৎমিক জ্ঞান পাওয়া না যায় ততকষণ র্পযন্ত ওই শাস্ৎরের ফিলোসফি বুদ্ধিতে থাকে। তোমাদের কথা শোনে না। তোমরা হলে অতি অল্পসংৎযক। এ তো ১০০ শতাংশ নিশ্চিত যে এই আধযাৎমিক নলেজ বাচ্চারা আধযাৎমিক পিতার কাছ থেকে নিয়েছে। নলেজ হলো উর্পাজনের উৎস(র্সোস অফ ইনকাম)। অনেক ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হয়। যোগ হলো সুস্বাস্থয উৎস র্অথাৎ নিরোগী কায়া পাওয়া যায়। জ্ঞানের দ্বারা সম্পদ। এই দুটিই হলো মুৎয সাবজেক্ট। কেউ আবার ভালভাবে ধারণ করে, কেউ কম ধারণ করে। তাহলে সম্পদও নম্বরের অনুকরমে অল্পই প্রাপ্ত হবে। সাজা ইৎযাদি ভোগ করে পদ পায়। সর্ম্পূণরূপে স্মরণ করে না তাই বির্কম বিনাশ হয় না। পুনরায় সাজা ভোগ করতে হয়। পদও ভরষ্ট হয়ে যায়। যেমন স্কুলে হয়। এ হলো অসীম জগতের জ্ঞান, এর দ্বারাই তরী পার হয়ে যায়। ওই জ্ঞানে বযারিস্টারি, ডাকতারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হয়। এখানের পড়া তো এক(বিষয়েই)। যোগ এবং জ্ঞানের দ্বারা চিরকালের জন্য সুস্থ, সম্পদশালী (এভার-হেল্দী, ওয়েল্দী) হয়ে যায়। প্রিন্স হয়ে যায়। ওখানে র্অথাৎ স্বর্গে কোনো বযারিস্টার, জজ ইৎযাদি হয় না। ওখানে র্ধমরাজেরও কোনো প্রয়োজন পড়ে না। না র্গভজেলে সাজা, না র্ধমরাজপুরীর সাজা ভোগ করতে হয়। র্গভ-মহলে অৎযন্ত সুখে থাকে। এখানে র্গভ-জেলে সাজাভোগ করতে হয়। এ'সমস্ত কথা তোমরা বাচ্চারাই এখন বোঝ। এছাড়া শাস্ৎর, সংস্কৃতে শ্লোক ইৎযাদি তো মানুষই তৈরী করেছে। (মানুষ) জিজ্ঞাসা করে যে সৎযযুগে কোন ভাষা থাকবে ? বাবা বোঝান -- দেবতাদের ভাষা যা হবে, সেটাই চলবে। যা ওখানকার ভাষা হবে, তা আর কোথাও থাকতে পারে না। এরকম হতে পারে না যে ওখানকার ভাষা সংস্কৃত। দেবতাদের আর অপবিৎর মানুষের ভাষা এক হতে পারে না। ওখানে যে ভাষার প্রচলন থাকবে সেটিই চলবে। এতে জিজ্ঞাসা করার মতন কিছু নেই। প্রথমে বাবার কাছ থেকে উৎতরাধিকার প্রাপ্ত করে নাও। যা কল্প-পূর্বে হয়েছে সেটাই হবে। প্রথমে উৎতরাধিকার প্রাপ্ত করো, অন্য কোনও কথা জিজ্ঞাসাই কোরো না। আচ্ছা, ৮৪ জন্মই নয়, ৮০ অথবা ৮২ হোক, এইসমস্ত কথা তোমরা ছেড়েই দাও। বাবা বলেন -- অল্ফকে স্মরণ করো। অবশ্যই স্বর্গের রাজৎব প্রাপ্ত করো, তাই না!

অনেকবার তোমরা স্বর্গের রাজৎব প্রাপ্ত করেছো। উৎতরণ থেকে অবরোহণও তো করতে হবে। এখন তোমরা মাস্টার জ্ঞানসাগর, মাস্টার সুখসাগর হয়ে যাও। তোমরা হলে পুরুষার্থী। বাবা হলেন সর্ম্পূণ। বাবার মধেয যে নলেজ রয়েছে তা বাচ্চাদের মধেযও রয়েছে। তোমাদের কিন্তু জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। সাগর তো একটিই কেবল অনেক নাম রেখে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তোমরা হলে জ্ঞানসাগর থেকে র্নিগত হওয়া নদী। তোমরা হলে মানসরোবর, নদীসমূহ। নদীসমূহের নামও রয়েছে। বরহমপুৎর অনেক বড় নদী। কলকাতায় নদী আর সাগরের সঙ্গম(স্থল) রয়েছে। তার নামও আছে, ডায়মন্ড হারবার। তোমরা বরহমা মুখবংশাবলীরাও হীরে-তুল্য হয়ে যাও। অতি বড় মেলা হয়। বাবা এই বরহমার শরীরে এসে(প্রবেশ করে) বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হন। এ'সব বোঝার মতন বিষয়(কথা)। পুনরায় বাবা বলেন -- "মন্মনাভব" । বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। তিনি প্রিয়তম, র্সব-সম্বন্ধেই স্যাকারিন (মধুর)। ওইসব সম্বন্ধীয়রা হলো বিকারী। তাদের থেমে থেকে দুঃখই প্রাপ্ত হয়। বাবা তোমাদের সবকিছুর ফল দিয়ে দেন। র্সব-সম্বন্ধেই ভালবাসা দেন, কত সুখ প্রদান করেন। আর কেউ এত সুখ দিতে পারে না। কেউ দিলে তবে তা অল্প সময়ের জন্য। যাকে সন্যাসীরা কাক-বিষ্ঠার সমান সুখ বলে। দুঃখধামে তো অবশ্যই দুঃখ থাকবে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরা অনেকবার এই ভূমিকা পালন করেছি। কিন্তু আমরা উচ্চপদ কীভাবে লাভ করবো, তার চিন্তা থাকা উচিত। অনেক পুরুষার্থ করতে হবে যাতে আমরা ওখানে অনুৎর্তীণ হয়ে না যাই। ভাল নম্বর নিয়ে পাশ করলে উচ্চপদ লাভ করবে এবং তারা খুশিও হবে। সকলেই তো এক সমান হবে না, যতখানি যোগ লাগবে। অসংখ্য গোপিকারা রয়েছে যারা কখনো সাক্ষাৎও করেনি। বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বযাকুল হয়ে যায়। সাধু-সন্যাসীদের জন্য বযাকুল হওয়ার কোনো কথাই নেই। এখানে শিববাবার সঙ্গে মিলিত হতে আসে। বিস্ময়কর কথা, তাই না! ঘরে বসে স্মরণ করে, শিববাবা আমরা তোমার সন্তান। আৎমার স্মৃতি আসে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরা শিববাবার কাছ থেকে প্রতি কল্পে উৎতরাধিকার প্রাপ্ত করি। সেই বাবা-ই কল্পের শেষে এসেছেন। না দেখে থাকতে পারা যায় না। আৎমা জানে বাবা এসেছেন। শিব-জয়ন্তীও পালন করে কিন্তু জানে না কিছুই। শিববাবা এসে পড়ান, এ'সব কিছুই জানে না। নামেই শিব-জয়ন্তী পালন করে। ছুটিও দেয় না। যিনি উৎতরাধিকার দিয়েছেন, তাঁর কোনও মহৎব নেই। আর যাকে(কৃষ্ণকে) উৎতরাধিকার দিয়েছেন তার নামের মহিমা-কীর্তন করছে। বিশেষভাবে ভারতে এসে হেভেন স্থাপন করেছেন। বাকি সকলকে মুক্তি দিয়ে দেন। সকলে চায়ও (মুক্তি) তাই। তোমরা জানো, মুক্তির পর জীবনমুক্তি পাবে। বাবা এসে মায়ার বন্ধন থেকে মুকত করেন। বাবাকে বলা হয় সকলের সদ্গতিদাতা। জীবনমুক্তি তো সকলেই প্রাপ্ত করে। পুরুষার্থের নম্বরের করমানুসারে। বাবা বলেন -- এ হলো পতিত দুনিয়া, দুঃখধাম। সৎযযুগে তোমরা কত সুখ পাও। তাকে বলে বহিস্ত(স্বর্গ)। আল্লাহ্ বহিস্তের রচনা কেন করেছেন ? শুধুই কি মুসলমানদের জন্য রচনা করেছেন ? নিজের-নিজের ভাষায় কেউ স্বর্গ বলে, কেউ বহিস্ত বলে। তোমরা জানো যে হেভেনে (স্বর্গে) কেবল ভারতই থাকে। বাচ্চারা, এইসমস্ত কথা তোমাদের বুদ্ধিতে পুরুষার্থের নম্বরের অনুকরমে বসে রয়েছে। একজন মুসলমান বলতো যে, আমি আল্লাহর বাগিচায় গিয়েছি। এইসব সাকষাৎকার হয়। ডরামা প্রথম থেকেই র্নিধারিত হয়ে রয়েছে। ডরামায় যা ঘটে, সেকেন্ড অতিবাহিত হলেই বলা হবে কল্প-পূর্বেও হয়েছিল। কাল কি হবে তা জানা নেই। ডরামার উপর নিশ্চয় থাকা উচিত, যাতে কোনো দুশ্চিন্তা না থাকে। বাবা তো তোমাদের আদেশ করেছেন -- মামেকম্ স্মরণ করো আর নিজেদের উৎতরাধিকারকে স্মরণ করো। শেষ তো সকলকেই হতে হবে। কেউ পরস্পরের জন্য কাঁদতেও পারবে না। মৃৎযু আসবে আর আৎমা চলে যাবে, কাঁদবার অবসরও থাকবে না। শবদও বেরোবে না। আজকাল তো মানুষ ভস্ম নিয়েও কত পরিকরমা করে। (মনে) বিশ্বাস বসে রয়েছে। সবই সময় নষ্ট..... এতে কিইবা রাখা আছে ! মাটি, মাটিতেই মিশে যাবে। এতে কি ভারত পবিৎর হয়ে যাবে ? পতিত দুনিয়ায় যেসমস্ত কাজর্কম করা হয় তা পতিতরাই করবে। দান-পুণ্যাদিও করে এসেছে। ভারত কি পবিৎর হয়েছে ? সিড়ি নীচে নামতেই হবে। সৎযযুগে র্সূযবংশীয় হয়। তারপর সিঁড়িতে নীচে নামে, ধীরে-ধীরে অধঃপতনে যায়। যদিও কত যজ্ঞ-তপাদি করে কিন্তু পরজন্মে অল্পকালের জন্য ফল প্রাপ্ত হয়। কেউ খারাপ র্কম করলে তারও ফল সে ভোগ করে। অসীম জগতের পিতা জানেন যে, তিনি বাচ্চাদের পড়াতে এসেছেন। শরীরও ধারণ করেছেন সাধারণ। কোনো তিলক ইৎযাদি লাগানোর প্রয়োজন নেই। ভকতরা তো বড়-বড় করে তিলক কাটে। কিন্তু কত ঠকায়। বাবা বলেছেন, আমি সাধারণ শরীরে আসি, এসে বাচ্চাদের পড়াই। বাণপ্রস্থ অবস্থা তো। কৃষ্ণের নাম কেন দিয়েছে ? এখানে তো বিচার করার মতনও বুদ্ধি নেই। এখন বাবা সঠিক-বেঠিক বিচার করার বুদ্ধি দিয়েছেন। বাবা বলেন -- তোমরা যজ্ঞ-তপ, দান-পুণ্য করে, শাস্ত্র পাঠ করে এসেছো। সেই শাস্ত্রতে কি কিছু আছে ? আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে বিশ্বের বাদশাহী দিয়েছি নাকি কৃষ্ণ দিয়েছে ? বিচার করো। বলে, বাবা তুমিই শুনিয়েছিলে। কৃষ্ণ তো ছোটট প্রিন্স, সে কিকরে শোনাবে ! বাবা, তোমার রাজযোগের মাধযমেই আমরা এমনটি হয়ে যাই। বাবা বলেন -- শরীরের কোনো ভরসা নেই। অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। বাবাকে সমাচার শোনায় যে অমুকে অৎযন্ত ভালো, নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন। আমি বলি, একদমই নিশ্চয় নেই, যাদের অৎযন্ত ভালবেসেছি তারা আজ নেই। বাবা তো সকলের সঙ্গে প্রেমময় হয়ে চলেন। যেরকম র্কম আমি করবো, আমায় দেখে অন্যরাও করবে। কেউ আবার বিকারে যায়, পুনরায় গোপনে এসে বসে। বাবা তো তৎকষণাৎ সন্দেশীকে বলে দেন। এমন র্কম যারা করবে তারা অৎযন্ত নাজুক (র্দুবল) হতে থাকবে। ভবিষ্যতে আর চলতে পারবে না। পরে নাজুক সময়ে কেউ কিছু করলে তখন একদম র্মশাল ল' লাগু করা হয়। ভবিষ্যতে তোমরা এমন অনেক দেখবে। বাবা কি-কি করে থাকেন। বাবা কি শাস্তি দেন নাকি র্ধমরাজকে দিয়ে দেওয়ান। জ্ঞানে প্রেরণার কোনো কথা নেই। ভগবানকে তো সকল মানুষই বলেন -- হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের পবিৎর করো। সমস্ত আৎমারাই র্কমেন্দ্রিয়ের মাধযমে আহবান করে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। ওঁনার কাছে নানাধরণের অনেক সামগ্রী রয়েছে। এইরকম বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী আর কারোর কাছে নেই। কৃষ্ণের মহিমা সর্ম্পূণ আলাদা। বাবার শিকষার দ্বারাই এঁনারা(লকষ্মী-নারায়ণ) কিরকম হয়েছেন ! র্নিমাণকারী তো সেই বাবা-ই। বাবা এসে র্কম-অর্কম-বিকর্মের গতি

বোঝান। এখন তোমাদের তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হয়েছে। তোমরা জানো যে, এ হলো ৫ হাজার বছরের কথা। এখন ঘরে যেতে হবে, নিজের ভূমিকা পালন করতে হবে। এ হলো স্বর্দশন-চকর, তাই না! তোমাদের নাম হলো স্বর্দশন-চকরধারী, বরাহমণ কুলভূষণ, প্রজাপিতা বরহমাকুমার-কুমারী। লকষাধিকের মতন স্বর্দশন-চকরধারী হবে। তোমরা কত জ্ঞান পাঠ করো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আৎমাদের পিতা তাঁর আৎমা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এখনকার সময় অৎযন্ত প্রতিকিরয়াশীল (নাজুক), সেইজন্য কোনও উল্টোপাল্টা কাজ-র্কম করা উচিত নয়। র্কম-অর্কম-বিকর্মের গতিকে চিন্তনে রেখে র্সবদা শ্রেষ্ঠ র্কমই করা উচিত।

২) যোগের দ্বারা সদাকালের জন্য নিজের কায়াকে (শরীর) নিরোগী করতে হবে। একমাৎর প্রিয়তম পিতাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবার থেকে অবিনাশী যে জ্ঞান-ধন পেয়েছো, তা দান করতে হবে।

বরদানঃ- স্বমানে স্থির হয়ে বিশ্বের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তকারী দেহ-অভিমান মুকত ভব*

পঠন-পাঠনের মূল উদ্দেশ্যই হলো -- দেহ-অভিমানের ঊর্ধেব (ন্যায়ে) উঠে দেহী-অভিমানী হওয়া। এই দেহ-অভিমান থেকে পৃথক অথবা মুকত হওয়ার বিধিই হলো -- র্সবদা স্বমানে স্থির থাকা। সঙ্গামযুগের এবং ভবিষ্যতের অনেকপ্রকারের যে স্বমান রয়েছে তারমধেয যেকোনও একটি স্বমানে স্থির হলেই দেহ-অভিমান মুছে যেতে থাকবে। যারা স্বমানে স্থির থাকে তারা সততঃই সম্মান প্রাপ্ত করে। যে সদা স্বমানে স্থির, সে-ই বিশ্ব মহারাজন হয় এবং বিশ্ব তাকে সম্মান প্রদান করে।

স্লোগানঃ- সময়ানুসারে নিজেকে নমনীয়(মোল্ড) করে নেওয়া -- এটাই হলো রিয়েল গোল্ড হওয়া।